রাজবৈদ্য জীবক

রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী

বৌদ্ধযুগের স্বনামধন্য চিকিৎসক জীবক ইতিহাসের এক স্মরণীয় পুরুষ। প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁর অবদান অপরিসীম। আয়ুর্বেদশাস্ত্র সম্পর্কে জীবকের লেখা 'কাশ্যপ সংহিতা' গ্রন্থখানি একাই বহুখ্যাত রচনা, আজও গ্রন্থখানির সুনাম অক্ষুণ্ণ আছে।

খ্রীষ্ট-জন্মের প্রায় দুশো বছর আগের কথা। বিম্বিসার তখন মগধের সম্রাট। দক্ষিণ বিহারে পাটনা ও গয়া জেলাকে প্রাচীনকালে মগধ বলা হত। বিম্বিসার ছিলেন এই মগধ রাজ্যের সব চেয়ে প্রসিদ্ধ রাজা। জীবক ছিলেন রাজবৈদ্য-প্রধান; অর্থাৎ সম্রাটের খাস ডাক্তার।

পালি গ্রন্থে জীবকের জীবন ও জীবিকা সম্বন্ধে অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে। তাই থেকে জানা যায়, জীবকের জন্ম বিহারের রাজগীর শহরে। তাঁর পিতার নাম অভয়, মায়ের নাম শালবতী, অভয় ছিলেন সম্রাট বিম্বিসারের পুত্র। কিন্তু শালবতী তাঁর প্রকৃত ধর্মপত্নী ছিলেন না বলে পিতার মৃত্যুর পর জীবকের পিতৃরাজ্য লাভ করার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

ছেলেবেলা থেকেই জীবকের বুদ্ধি ছিল প্রখর। মেধাবী ছাত্র হিসেবে পাঠশালায় তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করতে তাঁর বেশি দিন সময় লাগেনি। কিন্তু এই সামান্য শিক্ষার তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাঁর মনে হয়েছিল, জীবনে স্বাবলম্বী হতে হলে আরও শিক্ষার প্রয়োজন। রাজ্য লাভের আশা যখন নেই, তখন যে কোন উপায়েই হোক তাঁকে স্বাবলম্বী হতে হবে এবং সেই সঙ্গে জীবিকা অর্জনের পথ খুঁজে নিতে হবে।

অনেক চিন্তার পর জীবক একদিন কাউকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর তক্ষশিলার পথ ধরে হেঁটে চললেন। তক্ষশিলা ছিল সে যুগে ধর্ম ও শিক্ষার পীঠ-ভূমি। সেখানের বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎকালীন ভারত বিখ্যাত শল্যবিদ আত্রেয় চিকিৎসা শাস্ত্রে অধ্যাপনা করতেন। আত্রেয়

ছিলেন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বিখ্যাত পন্ডিত । আয়ুর্বেদ বিষয়ে তাঁর অনেকগুলি বই আছে । তার মধ্যে 'আত্রেয় সংহিতা' বইখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।... এই মহা পন্ডিতের খ্যাতি ছিল দূরবিস্তৃত । দেশ-বিদেশ থেকে বহু ছাত্র তাঁর কাছে আয়ুর্বেদ পড়বার জন্য ভিড় করত । তবে সেই সকল শিক্ষার্থীরা অধিকাংশই ছিল ধনীর সন্তান । সুতারাং শিক্ষার জন্য আচার্যকে উপযুক্ত দক্ষিণা না পেলে আত্রেয় কোন ছাত্রের শিক্ষাভার গ্রহণ করতেন না । সে কথা তখন সকলেই জানত । জীবকও জানতেন । তবু তিনি নিরাশ হলেন না । তক্ষশিলার পথ ধরে এগিয়ে চললেন । মনে তাঁর অনেক চিন্তা, অনেক সংশয় । শিক্ষালাভের জন্য আচার্যকে উপযুক্ত দক্ষিণা দেবার ক্ষমতা তাঁর নেই । নিঃসহায় কপর্দকশূন্য এক তরুণ ছাত্র তিনি; পরের ওপর একান্ত নির্ভরশীল । এই তাঁর একমাত্র পরিচয় । এই অবস্থায় আত্রেয় কি তাঁকে শিক্ষালাভের সুযোগ দেবেন ? জীবকের মনে তখন অনেক সংশয় ভিড় করে আসে, আশাহত মন চকিত থমকে দাঁড়ায় । পথ চলার গতি ক্রমে মন্থর হয়ে আসে । কিন্তু পরক্ষণেই আবার সংশয় কেটে যায় । আবার ক্ষীণ আশার আলো মনে উঁকিঝুঁকি দেয় । সম্ভাবনার একটা ইঙ্গিত ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে ওঠে । সঙ্গে সঙ্গে দেহমনে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় । হারানো উদ্যম যেন ফিরে পেলেন জীবক । নিজের মনে তখন বলে উঠলেন,--গুরুকে দক্ষিণা দেবার ক্ষমতা আমার না থাকলেও তাঁর কাছে নিজেকে দক্ষিণা স্বরূপ উৎসর্গ করার মনোবল আমার আছে । পন্ডিতপ্রবর আত্রেয় নিশ্চয় এই আত্ম-নিবেদন প্রীত হবেন । যাই হোক,--আশা-নিরাশায় বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে জীবক পুনরায় তাঁর গন্তব্য পথে রওনা হলেন ।

অতঃপর এক সকালে জীবক তক্ষশিলায় এসে পৌঁছলেন । আর কিছুটা পথ অতিক্রম করতে পারলেই, তক্ষশিলা বিদ্যালয় । দ্রুত পদে হেঁটে চললেন জীবক, বেশি দেরি হলে হয়ত আচার্যের সাথে দেখা হবে না, একটা দিন বৃথা নষ্ট হবে ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেন জীবক । বিদ্যালয়ে তখন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা পুরো দমে চলেছে । পন্ডিত আত্রেয় যথারীতি নির্দিষ্ট কক্ষে বসে ছাত্রদের পাঠ দিচ্ছেন । ছাত্ররা মনযোগ সহকারে তাঁর আলোচনা শুনছে । জীবক ধীর পদক্ষেপে আচার্যের সম্মুখে উপস্থিত হলেন । হঠাৎ সামনে এক তরুণ যুবককে দেখে আত্রেয় কিছুক্ষণের জন্য নীরব হলেন । সমস্ত ছাত্রদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হল জীবকের ওপর । আত্রেয় চোখের ইশারায় তরুণকে কাছে ডাকলেন । আত্রেয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করে জীবক তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালেন । তারপর তাঁর পদধূলি গ্রহণ করে করজোড়ে বললেন--'গুরুদেব, আপনার ছাত্র হবার বাসনা নিয়ে বহুদূর থেকে আসছি । করুণা করে আমাকে একটা সুযোগ দিন ।'

আত্রেয় মৃদু হেসে প্রত্যুত্তর করলেন-'আমার ছাত্র হতে হলে উপযুক্ত দক্ষিণা লাগ। তুমি তা দিতে পারবে ত ?'

এতটুকু বিচলিত না হয়ে জীবক উত্তর দিলেন--'গুরু-দক্ষিণা না দিলে যে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, সে কথা আমার অজানা নেই। দক্ষিণা নিশ্চয় দেব।'

বিস্ময়ের সুরে আত্রেয় বললেন-- ভাল কথা, দেখি কি এনেছ ?'

জীবক তখন আত্রেয়ের চরণে মাথা রেখে বললেন--'আপনার সেবায় আজ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করলাম। এই পরম আনুগত্যই আমার দক্ষিণা। আজ থেকে আমার বলতে আর কিছু রইল না। সকল অস্তিত্বকে আপনার চরণে উৎসর্গ করে ধন্য হলাম। আপনি আপনার ইচ্ছামত আমাকে পরিচালিত করুন।'

আচার্য সস্নেহে জীবককে আলিঙ্গন করে বললেন --'তুমি ধন্য। তোমার দক্ষিণা স্বর্ণ মুদ্রার চেয়ে অনেক বেশি।'

পড়ে কী বুঝলে ?

1. জীবক কোন যুগের একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক ছিলেন ?
   ক. বৌদ্ধযুগ খ. মৌর্যযুগ
   গ. মোগলযুগ
2. 'কাশ্য সংহিতা' গ্রন্থটিতে কোন বিষয়ের চর্চা আছে ?
   ক. জ্যোতিষশাস্ত্র খ. আয়ুর্বেদশাস্ত্র
   গ. নীতিশাস্ত্র
3. জীবক শিক্ষালাভের জন্য বাড়ি ছেড়ে কোথায় গেলেন ?

এরপর দীর্ঘ সাত বছর কেটে গেছে। জীবক তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন। কেবল আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেই নয়, অস্ত্রোপচারেও তিনি অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেছেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁর এই দক্ষতা লক্ষ্য করে গুরু আত্রেয় মাঝে মাঝে বিস্মিত হয়ে পড়েন। কোন জটিল ব্যাধির সন্ধান পেলেই তিনি জীবককে পাঠিয়ে তাঁর বুদ্ধি পরীক্ষা করেন। প্রতি ক্ষেত্রেই জীবক তাঁর সুদক্ষতার পরিচয় দিয়ে আত্রেয়কে বিমুগ্ধ করেন। শেষে যত দুরারোগ্য ব্যাধিই হোক না কেন, আচার্য আত্রেয় জীবকের ওপর চিকিৎসার ভার সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতেন।

কিছুকাল এইভাবে কাটল। ততদিনে জীবকের চিকিৎসা খ্যাতি চারদিকে রাষ্ট্র হতে শুরু করেছে। একদিন আচার্য ভাবলেন, জীবকের কোন পরীক্ষাই আর বাকি নেই, কেবল একটি ছাড়া। ভেষজের গুণাগুণ সম্পর্কে জীবকের কতদূর জ্ঞান, একবার পরীক্ষা করা দরকার। এই কথা চিন্তা করে আত্রেয় একদিন জীবককে ডেকে বললেন--'তোমাকে একটা বিশেষ কাজের ভার দিতে চাই। তুমি ছাড়া এ কাজ কেউ করতে পারবে না। যা চিকিৎসার কোন কাজে লাগে না, এমন কতকগুলি লতা-পাতা আমার বিশেষ প্রয়োজন। তুমি তক্ষশিলার আশে-পাশে বন-জঙ্গলে ঘুরে দেখ, ঐ লতাপাতা

পাও কি না ।

'আপনার আদেশ শিরোধার্য', এই বলে জীবক সেদিন বিদায় নিলেন । কিন্তু আত্রেয় লক্ষ্য করলেন ছাত্রর চোখেমুখে তেমন কোন উৎসাহের চিহ্ন ফুটে উঠল না ।

তার পরদিন থেকে গুরু-শিষ্যের প্রায়ই দেখা হয় না । জীবক আর লোকালয়ে থাকেন না । লতাপাতার খোঁজ বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান । এইভাবে এক মাস কেটে গেল, গুরু আত্রেয় জীবকের খোঁজ নিলেন । জীবক যথারীতি একদিন উপস্থিত হয়ে গুরুকে প্রণাম করে জানালেন—'গুরুদেব, এখনও আমার অনুসন্ধান শেষ হয়নি । আরও কিছুদিন সময় লাগবে ।'

দেখতে দেখতে দ্বিতীয় মাস কেটে গেল । গুরু সংবাদ নিয়ে জানলেন, জীবক এখনও তাঁর প্রয়োজনীয় লতাপাতার খোঁজ পাননি ।

এই ভাবে ছ'মাস কেটে গেল, জীবককে দেখলে এখন আর চেনা যায় না । দেহখানি কঠোর পরিশ্রমে শীর্ণপ্রায় । দু'চোখের কোলে কালিমা, কিন্তু চোখ দুটো যেন আগের তুলনায় অনেক উজ্জ্বল।

এই অবস্থা নিয়ে জীবক একদিন গুরুর কাছে উপস্থিত হলেন । মাথা নিচু করে অত্যন্ত হতাশ সুরে গুরুকে জানালেন — 'গুরুদেব দীর্ঘ ছমাস ধরে কঠোর পরিশ্রম করেও এমন লতা-পাতার খোঁজ পেলাম না, যা চিকিৎসার কোন না কোন কাজে লাগে না । আপনার আদেশমত যথাসাধ্য পরিশ্রম করেও আমি অকৃতকার্য হলাম । এর চেয়ে বড় দুঃখ আমার ছাত্র-জীবনে আর কিছু নেই ।'

গুরু আত্রেয় এই কথা শুনে জীবককে বুকে টেনে নিয়ে বললেন—'ধন্য জীবক, সার্থক তোমার শিক্ষা । তোমার অক্ষমতাই আজ প্রমাণ করল, তুমি একজন কৃতবিদ্য চিকিৎসক । সত্যিই, তোমার জ্ঞানের তুলনা নেই । শেষ পরীক্ষায় তুমি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছ । এবার নিজের দেশে ফিরে যাও । যে বিদ্যা তুমি এতকাল ধরে অর্জন করলে, মানব জাতির কল্যাণ কাজে তা প্রয়োগ করবে । আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার বিদ্যা সার্থক হোক ।'

গুরুর আশীর্বাদ মাথায় করে জীবক সেদিন মগধের পথে যাত্রা করলেন ।

মগধে ফিরে এসে জীবক তাঁর চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করেছিলেন । চিকিৎসা ও শল্যবিদ্যায় তাঁর খ্যাতি দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল । ভারতের নানা জায়গা থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে জীবকের বিদ্যাবত্তার কথা একদিন সম্রাট বিম্বিসারের কানে গিয়ে পৌঁছুল । সম্রাট তাঁকে ডেকে পাঠালেন । জীবক যথা-সময়ে রাজসভায় উপস্থিত হলে সম্রাট তাঁকে বহুমূল্য দান সামগ্রী উপহার দিলেন । অবশেষে বিদ্যাবত্তার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হিসেবে জীবককে রাজবৈদ্য-প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত করে সম্মানিত করলেন। সেইদিন হতে জীবক রাজগৃহে অবস্থান করতে লাগলেন ।

তখনকার দিনে রাজবৈদ্য-প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত হওয়া সহজ ব্যাপার ছিল না । এত বড় সম্মান সকলের ভাগ্যে জুটত না । জীবক সেই সম্মানের অধিকারী হয়ে আজীবন মানব জাতির সেবার নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন ।

চিকিৎসা ও শল্য, এই দুই বিদ্যাতে কৃতিত্ব অর্জন করলেও গাছগাছড়ার ভেষজশক্তি নির্ধারণে জীবক ছিলেন অদ্বিতীয় । আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের সকল বিভাগে তিনি ছিলেন সুপন্ডিত । অসাধারণ দক্ষতা লক্ষ্য করেই তাঁর গুরু আত্রেয় তাঁকে 'জীবক' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন । অনেকের মতে, জীবকের প্রধান খ্যাতি ছিল শিশু চিকিৎসায় । কঠিন রোগাক্রান্ত শিশুদের রোগমুক্ত করে তিনি একজন শিশু-চিকিৎসক রূপে সুখ্যাত হয়েছিলেন ।

রাজবৈদ্য হলেও জীবক সাধারণ মানুষের একজন প্রকৃত বন্ধু ছিলেন । ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ তাঁর কাছে ছিল না । ধনী, দরিদ্র সকল রোগীই ছিল তাঁর কাছে সমান । বারাণসী ও উজ্জয়িনীর বহু রোগীকে তিনি নিরাময় করেন বলে পালি গ্রন্থে উল্লেখ আছে । তক্ষশিলা হতে মগধের পথে শাকেত রাজ্য । ঐ রাজ্যের লোকেরা দলে দলে চিকিৎসার জন্য জীবকের কাছে ভিড় করত । জীবকের আহার নিদ্রার সময় থাকত না । দিবারাত্র রোগীর সেবা ও চিকিৎসায় তাঁর সময় কাটত । একবার সম্রাট বিম্বিসার কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে জীবক তাঁকে রোগমুক্ত করেন । উজ্জয়িনীর রাজ্য প্রদ্যোৎ সেন এক সময় অসুস্থ হয়ে পড়লে জীবককে তিনি নিজের রাজ্যে ডেকে পাঠান । জীবক যথাসময়ে উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হয়ে অসুস্থ রাজার চিকিৎসাভার গ্রহণ করেন । রাজা প্রদ্যোৎ সেন অবশেষে জীবকের চিকিৎসায় ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করেন । একবার ভগবান বুদ্ধ কঠিন আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন । জীবকের সুচিকিৎসায় বুদ্ধের আমাশয় রোগ শান্ত হয় । শুধু একবার নয়, কয়েকবারই তথাগত অসুস্থ হয়ে পড়লে জীবক তাঁকে সুস্থ করে তোলেন । জীবকের চিকিৎসক জীবনে এ এক পরম সৌভাগ্য ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. চিকিৎসা বিদ্যায় শিক্ষালাভের পরে জীবক কোথায় ফিরে এলেন ?
2. জীবকের ধর্মগুরু কে ছিলেন ?
3. প্রদ্যোৎ সেন কোথাকার রাজা ছিলেন ?

   ক. তক্ষশিলা খ. উজ্জয়িনী

   গ. বিক্রমশীলা

গুরু আত্রেয়ের শেষ উপদেশ জীবনে কোন সময় ভোলেননি জীবক । আজীবন মানুষের সেবা ও চিকিৎসা করে গেছেন । মানুষের সেবা ও চিকিৎসার সুযোগকে তিনি বিদ্যা শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলে মনে করতেন । শেষ জীবনে ভগবান বুদ্ধকে পরিচর্যা করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করে ছিলেন।

বুদ্ধদেব ছিলেন জীবকের ধর্মগুরু । শেষ জীবনে বুদ্ধের করুণা লাভ করে জীবক বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন । শুধু তাই নয়, বৌদ্ধ ধর্মকে নিজের অধ্যাত্মসাধনার প্রকৃষ্ট উপায় বলে মনে করেছিলেন । বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের কাজে জীবকের অবদান বড় কম নয় । তাই বৌদ্ধ ধর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে জীবকের নাম উল্লেখ না করলে অনেক কিছুই অসম্পূর্ণ থেকে যায় ।

জেনে রাখো

আয়ুর্বেদ	—	কবিরাজী চিকিৎসা প্রণালী
পীঠভূমি	—	সাধনার ক্ষেত্র
শল্যবিদ	—	অস্ত্রচিকিৎসক
কপর্দকশূন্য	—	নিঃস্ব
ঐকান্তিক	—	একনিষ্ঠ
ব্যুৎপত্তি	—	দক্ষতা
ভেষজ	—	উদ্ভিদ সম্বন্ধীয়
আক্রান্ত	—	আক্রমণ করা হয়েছে এমন
প্রকৃষ্ট	—	শ্রেষ্ঠ
নিরাময়	—	নীরোগ, সুস্থ
আচার্য	—	শিক্ষাগুরু
কৃতবিদ্য	—	সুশিক্ষিত
উত্তীর্ণ	—	অতিক্রান্ত

পাঠবোধ

সঠিক শব্দটি লেখো

1. 'কাশ্যপ সংহিতা' গ্রন্থখানির লেখক কে ?

(ক) জীবক (খ) আত্রেয়

(গ) অভয় (ঘ) বিম্বিসার

2. বিম্বিসার কোথাকার সম্রাট ছিলেন ?

(ক) অবধ (খ) গৌড়

(গ) মগধ (ঘ) বিক্রমশিলা

3. কোন গ্রন্থে জীবকের জীবন ও জীবিকা সম্বন্ধে উল্লেখ আছে ?

(ক) পালি (খ) প্রাকৃত

(গ) মগহী (ঘ) অপভ্রংশ

4. জীবকের প্রধান খ্যাতি ছিল ?

(ক) শল্য চিকিৎসায় (খ) দন্তচিকিৎসায়

(গ) নেত্রচিকিৎসায় (ঘ) শিশুচিকিৎসায়

5. তথাগত কার নাম ?

(ক) জীবক (খ) বুদ্ধদেব

(গ) বিম্বিসার (ঘ) আত্রেয়

6. 'জীবক' উপাধি জীবককে কে দিয়েছিল ?

(ক) বিম্বিসার (খ) বুদ্ধদেব

(গ) আত্রেয় (ঘ) অভয়

অতি সংক্ষেপে লেখো

7. 'জীবক কে ছিলেন ?

8. মগধ সম্রাট বিম্বিসারের খাস ডাক্তারটির নাম কী ছিল ?

9. অভয় কে ছিলেন ?

10. আত্রেয় কে ছিলেন ?

11. 'আত্রেয় সংহিতা' কার লেখা ?

12. জীবকের জন্ম কোথায় হয় ?

13. শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে গেলে শিক্ষাগুরুকে কী দিতে হয় ?

14. জীবক শিক্ষালাভের জন্য বাড়ি ছেড়ে কোথায় গেলেন ?

15. আত্রেয়-র কাছে শিক্ষালাভ করতে হলে সর্বপ্রথম কিসের প্রয়োজন হতো ?

16. চিকিৎসাশাস্ত্রের কোন ক্ষেত্রে জীবককে অদ্বিতীয় বলা হয় ?

17. জীবক উজ্জয়িনীতে কেন যেতেন ?

সংক্ষেপে লেখো

18. মগধ সাম্রাজ্য বর্তমানের কোন দেশগুলি নিয়ে ছিল ?

19. তক্ষশিলা কি কারণে বিখ্যাত ছিল ?

20. আত্রেয়ের কাছে শিক্ষালাভের একান্ত বাসনা অথচ মনে কিসের সংশয় জীবককে বার-বার চিন্তাগ্রস্ত করেছে ?

21. বিম্বিসার চিকিৎসা বিদ্যার শ্রেষ্ঠ সম্মানে জীবককে কি ভাবে সম্মানিত করলেন ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

22. জীবককে বাড়ি ছাড়াতে হয়েছিল কেন ?

23. জীবক গুরু আত্রেয়ের চরণে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে কী দক্ষিণা দিলেন যে কারণে গুরু অভিভূত হয়ে বলে উঠলেন 'তুমি ধন্য । তোমার দক্ষিণা স্বর্ণমুদ্রার চেয়ে অনেক বেশি ।'– নিজের মতো করে উত্তর দাও ।

24. ভেষজের গুণাগুণ সম্বন্ধে জীবকের জ্ঞান পরীক্ষা করার জন্য আত্রেয় কোন পন্থা অবলম্বন করলেন ?

25. শিষ্য জীবকের প্রতি গুরু আত্রেয়ের শেষ উপদেশ কী ছিল ? জীবক কি ভাবে তা পালন করেছিলেন ?

26. 'দুচোখের কোলে কালিমা কিন্তু চোখ দুটো যেন আগের তুলনায় অনেক উজ্জ্বল' — জীবকের সম্বন্ধে এ মন্তব্য কেন করা হয়েছে ?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

27. প্রায় সমোচ্চারিত শব্দগুলির অর্থ লিখে বাক্য রচনা করো

অবদান,	অবধান	আপন,	আপণ
দিন,	দীন	বিনা,	বীণা
দেশ,	দ্বেষ	সহিত,	স্বহিত
অন্ন,	অন্য	আশা,	আসা

28. নিচের প্রবাদ বাক্যগুলির সঠিক অর্থ বুঝিয়ে বাক্য রচনা করো

মোল্লার দৌড় মস্‌জিদ পর্যন্ত

ভূতের মুখে রামনাম

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল

চেনা বামুনের পৈতের দরকার নেই

অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ

সস্তার তিন অবস্থা

29. ব্যাসবাক্যের সমাসবদ্ধ রূপ দেখাও ও সমাসের নাম বলো

বিশ্বের কবি	সুন্দর মুখ যার
সংবাদের জন্য পত্র	শরণকে আপন্ন
দ্বীপের সদৃশ	নাই পুত্র যার